বাম প্রার্থীতালিকা নিয়ে জোটের জট আরও বাড়ল

কলকাতা, ১৫ মার্চ (সংবাদ) ঃ কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের জট আরও বেড়ে গেল শুক্রবার বামফ্রন্ট প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করায়। ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এদিন রাজ্যের ২৫টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। যে দুটি কেন্দ্র নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের এখনও টানাপোড়েন চলছে, সেই দুটি কেন্দ্রেও প্রার্থীর নাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দুটি কেন্দ্র হল পুরুলিয়া এবং বসিরহাট। পুরুলিয়ায় বরাবরের মতো লড়বেন ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী। বসিরহাট আসনটিও সিপিআইয়ের থাকল। এতে কংগ্রেসের পক্ষে জোট গড়া আরও কঠিন হয়ে পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। পুরুলিয়ায় তাদের গতবারের নির্বাচিত বিধায়ক নেপাল মাহাতোকে ফের মনোনয়ন দেওয়া কংগ্রেসের বাধ্যবাধ্যকতার মধ্যে পড়ে। যদিও কংগ্রেস ও সিপিএম উভয় দলের পক্ষ থেকে এদিনও বলা হয় যে, জোটের সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'বাকি যে ১৭টি আসন রইল, তার মধ্যে কয়েকটিতে লড়বে কংগ্রেস। বামফ্রন্টের অন্য আসনগুলির প্রার্থীদের নাম দু-একদিনের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।'

তিনি স্বীকার করেন, পুরুলিয়া ও বসিরহাট নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জট কাটেনি। ফ্রন্ট চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'কংগ্রেস যদি মনে করে তারা ওই আসনে জিতবে, তাহলে তারাও সেখানে প্রার্থী দিতে পারে। সেক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হবে ওই দুই আসনে।' বিমানবাবুর এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, সার্বিক জোট হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্যের সমর্থন মিলেছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রের মন্তব্যে। তিনি বলেন, 'আজ ফ্রন্টের বৈঠকের আগে বিমানবাবু আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। তিনি জানান যে, তাঁরা বামফ্রন্টের প্রথম পর্যায়ের প্রার্থীতালিকা আজ প্রকাশ করতে চান। আমি তাঁকে বলি, এব্যাপারে আমার বলার কী থাকতে পারে?' তবে কি জোট ভেস্তে গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে সোমেনবাবু বলেন, 'বিমানবাবুও বলেননি যে, আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তাই আমিও বলছি না। জোটের ব্যাপারে আমি আশাবাদী।' শনিবার বিধান ভবনে বসবে প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনি কমিটির বৈঠক। সেখানে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সোমেনবাবু জানিয়েছেন।

বামফ্রন্টের প্রার্থীতালিকা

১	কোচবিহার (তপ)	গোবিন্দ রায়	এআইএফবি
২	আলিপুরদুয়ার (আদিবাসী)	মিলি ওরাওঁ	আরএসপি
৩	জলপাইগুড়ি (তপ)	ভগীরথ রায়	সিপিআই(এম)
৪	রায়গঞ্জ	মহম্মদ সেলিম	সিপিআই(এম)
৫	বালুরঘাট	রণেন বর্মন	আরএসপি
৬	মুর্শিদাবাদ	বদরুদ্দোজা খান	সিপিআই(এম)
৭	রানাঘাট (তপ)	রমা বিশ্বাস	সিপিআই(এম)
৮	বনগাঁ (তপ)	অলোকেশ দাস	সিপিআই(এম)
৯	দমদম	নেপালদেব ভট্টাচার্য	সিপিআই(এম)
১০	বারাসত	হরিপদ বিশ্বাস	এআইএফবি
১১	বসিরহাট	পল্লব সেনগুপ্ত	সিপিআই
১২	জয়নগর	সুভাষ নস্কর	আরএসপি
১৩	ডায়মন্ড হারবার	ডাঃ ফুয়াদ হালিম	সিপিআই(এম)
১৪	যাদবপুর	বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য	সিপিআই(এম)
১৫	কলকাতা দক্ষিণ	নন্দিনী মুখার্জি	সিপিআই(এম)
১৬	উলুবেড়িয়া	মাকসুদা খাতুন	সিপিআই(এম)
১৭	হুগলি	প্রদীপ সাহা	সিপিআই(এম)
১৮	আরামবাগ (তপ)	শক্তিমোহন মালিক	সিপিআই(এম)
১৯	ঘাটাল	তপন গাঙ্গুলি	সিপিআই
২০	মেদিনীপুর	বিপ্লব ভট্ট	সিপিআই
২১	পুরুলিয়া	বীর সিং মাহাতো	এআইএফবি
২২	বিষ্ণুপুর (তপ)	সুনীল খাঁ	সিপিআই(এম)
২৩	বর্ধমান পূর্ব (তপ)	ঈশ্বরচন্দ্র দাস	সিপিআই(এম)
২৪	বর্ধমান দুর্গাপুর	আভাস রায়চৌধুরি	সিপিআই(এম)
২৫	বীরভূম	ডাঃ রেজাউল করিম	

মামলা প্রত্যাহার করতে চাইলেন গৌরব দত্তের স্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ আত্মঘাতী আইপিএস অফিসার গৌরব দত্তের মামলায় নয়া মোড়। সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করেও শেষমেশ মামলা ফিরিয়ে নিতে চাইলেন প্রয়াত আইপিএসের স্ত্রী শ্রেয়সী দত্ত। যদিও তাতে রাজি হয়নি আদালত। আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, ২৫ মার্চ মামলার পরবর্তী শুনানিতে তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। উল্লেখ্য, গতমাসে কলকাতা সল্টলেকের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন প্রাক্তন আইপিএস গৌরব দত্ত । অভিযোগ ওঠে, প্রবল মানসিক চাপেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। অভিযোগ ওঠে, রাজ্য সরকার তাঁর পেনশন, ভাতা আটকে রেখেছিল। একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেও কোনো ফল পাননি তিনি। গৌরব দত্তের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সূত্রের খবর, মুকুল রায়ের নির্দেশে সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন গৌরব দত্তের স্ত্রী শ্রেয়সী দত্ত। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর বেঞ্চে তার শুনানি ছিল। কিন্তু আচমকাই এই মামলা প্রত্যাহারের আর্জি জানান গৌরব দত্তের স্ত্রী। কিন্তু সেই আর্জি নাকচ করে দেন প্রধান বিচারপতি। কেন তিনি মামলা করতে চান না, গৌরব দত্তের মৃত্যুর নেপথ্যে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা কী, তা জানতে চেয়েছে কোর্ট। একই সঙ্গে মামলার পরবর্তী শুনানি ২৫ মার্চ ধার্য করা হয়। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, ওইদিন উভয়পক্ষের সওয়াল শুনে তবেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন যে মামলা প্রত্যাহার করা হবে কি না।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৪.৫১ ডিজেল টাঃ ৬৮.৮৯

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে। *–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল*

আবহাওয়া

১৫ মার্চের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩৪.৯	২৩.১
শিলিগুড়ি	৩২.৫	১৯.৩
জলপাইগুড়ি	৩৩.১	২০.০
কোচবিহার	৩৩.০	১৯.২
আলিপুরদুয়ার	৩৩.০	১৯.০
মালদা	৩৩.৮	২৪.০
রায়গঞ্জ	৩৩.৫	২৩.৯
গ্যাংটক	১৯.০	১২.২

শনিবারের পূর্বাভাস ঃ
পরিষ্কার আকাশ

বিন্দু বিসর্গ

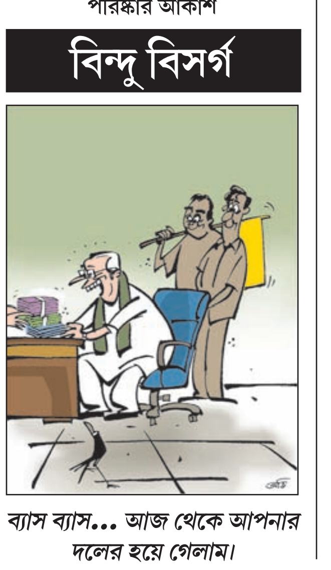

ব্যাস ব্যাস... আজ থেকে আপনার দলের হয়ে গেলাম।

নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হওয়ার পর শিলিগুড়িতে খোলা হয়নি সরকারি প্রকল্পের প্রচারের হোর্ডিং। ছবি ঃ সূত্রধর

ক্রীড়াবিদের স্মরণসভা

ওদলাবাড়ি, ১৫ মার্চ ঃ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণ করা হল ওদলাবাড়ির ভূমিপুত্র তথা বিশিষ্ট প্রাক্তন খেলোয়াড় ও সংস্কৃতিপ্রেমী স্বপন দাস (৬৭)কে। মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে স্বপনবাবু ৫ মার্চ শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ কয়েকটা দিন ছেলের কাছে বেঙ্গালুরুতে কাটাতে গিয়ে সেখানেই তিনি মারা যান। ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মাঠে দাপিয়ে বেড়ানো প্রাক্তন ক্রিকেটারকে স্মরণ করে স্থানীয় নাগরিক সমাজ। বৃহস্পতিবার রাতে টিম্বার মার্চেন্ট হলঘরে আয়োজিত স্বপনবাবুর স্মরণসভায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ সাধন বসু, তপন মিত্র, দীপক ঘোষ, মলয় মিত্র, অজয় দে, অশোক মুখার্জি, শিবশংকর চক্রবর্তী ও তাঁর হাতে তৈরি অসংখ্য প্রাক্তন খেলোয়াড়, সংগঠন ও গুণমুগ্ধরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও ভালো ব্যবহারের কথা নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগে অনেকেরই চোখে জল চলে আসে। সভায় নীরবতা পালনের পাশাপাশি স্বপন দাসের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতিতে আগামী দিনে ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঠিকাদারের বচসা

প্রথম পাতার পর

উত্তরকন্যা সূত্রের খবর, যে অফিসঘরে এই ঘটনা হয়েছে তার পাশেই কন্যাশ্রী অতিথি নিবাস। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী এসে রাত কাটান। অন্যদিকে, উত্তরকন্যায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। প্রত্যেকটি গেটেই নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা রয়েছে। সেই বাধা টপকে কীভাবে একজন অস্ত্র নিয়ে উত্তরকন্যার অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে ঢুকলেন সেই প্রশ্নই উঠছে। তবে, বিষয়টি নিয়ে থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি বলেই পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন।

উত্তপ্ত লক্ষ্মীপুর

প্রথম পাতার পর

এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমানও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, পুলিশ দুষ্কৃতীদের সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দলগুলিও রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র হতাশা প্রকাশ করেছিল। ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন হওয়ায় এবার এলাকায় অশান্তির আগুন কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের দাবি।

জিএসটি স্টেট ট্রাইবিউনাল অফিসের দাবি উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ ট্যাক্স অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল উত্তরবঙ্গে জিএসটি স্টেট ট্রাইবিউনালের আঞ্চলিক অফিসের দাবি তুলল। কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ যখন জলপাইগুড়িতে রয়েছে তখন জিএসটি সংক্রান্ত মামলার জন্য উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের কেন কলকাতায় ছুটতে হবে বলে আইনজীবীদের এই সংগঠনটি প্রশ্ন তুলেছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় জিএসটি কাউন্সিল ন্যাশনাল ট্রাইবিউনাল গঠন সম্পর্কে এক নির্দেশিকা জারি করে। ফলে প্রতিটি রাজ্যে ট্রাইবিউনাল গঠন হবে। এই রাজ্যের ট্রাইবিউনাল যে কলকাতায় তৈরি হবে সে ব্যাপারে ট্যাক্স অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল নিশ্চিত হয়েছে।

সংগঠনের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক সঞ্জীব চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'জিএসটি-র প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই হয়। জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ চালু হওয়ায় শেষ পর্যায়ের কাজও এখানে হবে।' তবে কেন মাঝ পর্যায়ের মামলা সংক্রান্ত কাজের জন্য উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের কলকাতায় ছুটতে হবে বলে তিনি প্রশ্ন তোলেন। সংগঠনটির বক্তব্য, শিলিগুড়ির উপর দিয়ে সাতটি রাজ্যে পণ্য পরিবহণ হয়। ফলে এখানে জিএসটি সংক্রান্ত যদি কোনো সমস্যায় ব্যবসায়ীদের পড়তে হয় তবে তাঁদের কলকাতায় যাওয়াটা চরম সমস্যা হবে। এই কারণে এখানে স্টেট ট্রাইবিউনালের এরিয়া অফিসের দাবি। লোকসভা নির্বাচনের আগে এই দাবি তোলার মূলেই যে রাজনৈতিক দলগুলির নজরে বিষয়টি নিয়ে আসা তা স্বীকার করে নিয়ে সঞ্জীববাবু বলেন, 'উত্তরবঙ্গের স্বার্থে ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতাদেরও দাবিটি নিয়ে সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন।' শুক্রবার সংগঠনের সদস্য কল্যাণ সাহা, নারায়ণ সাহা প্রমুখ সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের ঘিরে স্কুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

সিতাই, ১৫ মার্চ ঃ শিক্ষকরা সময়মতো স্কুলে আসেন না। দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়ম দেখার পর অবশেষে শুক্রবার ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা স্কুলে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাটি ঘটেছে সিতাই সার্কেলের সাগরদিঘি জুনিয়ার হাইস্কুলে। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে ঘটনার তদন্ত করে কড়া পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সিতাই ব্লকের ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের জাটিগাড়া মৌজায় সাগরদিঘি জুনিয়ার হাইস্কুলটি অবস্থিত। স্কুলে স্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা ৩ এবং পড়ুয়া সংখ্যা দেড় শতাধিক। দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের শিক্ষকরা সময়মতো স্কুলে আসেন না বলেই অভিযোগ। তাই এদিন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবক প্রদীপ বর্মন অভিযোগ করে বলেন, 'প্রায়দিনই স্কুলের শিক্ষকরা দেরিতে আসেন। বেলা সাড়ে ১১টা কিংবা ১২টার আগে ক্লাস শুরু হয় না। অনেকদিন ধরে শিক্ষকদের এই অনিয়ম দেখতে দেখতে আমাদের ধৈর্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। তাই আমরা এদিন স্কুলে বিক্ষোভ দেখাই। তাঁর কথায় শায় জানান অপর অভিভাবক মহেশ অধিকারী। পড়ুয়া দীপ বর্মাবসুনিয়া বলে, 'স্যার-ম্যাডামরা দেরিতে আসায় প্রায় দিনই আমাদের ক্লাস দেরিতে শুরু হয়।'

পুলিশকে কোর্টের ভর্ৎসনা

প্রথম পাতার পর

উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় জানান, ফের সার্কিট বেঞ্চ বসলে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

এদিন আরও কয়েকটি মামলার শুনানি হয়। বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের বেঞ্চে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়ার একটি মামলা ফের নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দেন। বিচারপতি মধুমতী মিত্রের আদালতে শুক্রবার দুটি মামলার শুনানি হয়। মাটিগাড়ার বাসিন্দা এক যুবকের বিরুদ্ধে সরস্বতীপুজোর দিন পাড়ার এক নাবালিকাকে ফুসলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। মিঠুন রায় নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দু'বার জামিনের আবেদন খারিজ হয়। শুক্রবার ফের বিচারপতি মধুমতী মিত্রের বেঞ্চে জামিনের আবেদন করেন মিঠুনের আইনজীবী পিন্টুকুমার দেব। দীর্ঘ শুনানির পর বেঞ্চ জামিন মঞ্জুর করে।

নাম নেই 'ছোটি বহু'র

সমাজবাদী পার্টির নতুন প্রার্থীতালিকাতেও ঠাঁই হল না মুলায়ম সিং যাদবের 'ছোটি বহু' অপর্ণা যাদবের। শুক্রবার সপার তরফে পাঁচটি আসনের যে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয় তাতে অপর্ণার নাম নেই।

Prakash Karat on 20 Years of LeftWord
other new titles
Film by Newsclick
Announcem
plans for In
Red Books

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার প্রকাশ করছেন সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাত, সুভাষিণী আলি ও সীতারাম ইয়েচুরি। –পিটিআই

লোকপাল কমিটির বৈঠক বয়কট খাড়গের

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ লোকপাল নিয়োগ কমিটির বৈঠক ফের বয়কট করলেন লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এই নিয়ে সপ্তমবার এই বৈঠকে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন তিনি। খাড়গের অভিযোগ, তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে এই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কিন্তু ২০১৩ সালের লোকপাল আইনে নিয়োগ কমিটির বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রিতের কোনো স্থান নেই। লোকপাল নিয়োগ কমিটির প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন, লোকসভার স্পিকার, বিরোধী দলনেতা এবং প্রধান বিচারপতি অথবা তাঁর মনোনীত সুপ্রিমকোর্টের কোনো বিচারপতি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে লেখা এক চিঠিতে খাড়গে বলেন, 'লোকপাল আইনে কোনো বিশেষ আমন্ত্রিতের কথা বলা নেই। উলটোদিকে ২০১৪ থেকে লোকপাল আইনে এমন কোনো সংশোধনী আনা হয়নি যাতে বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতাকে লোকপাল নিয়োগ কমিটিতে রাখা যায়। বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য লোকপাল নিয়োগ কমিটির বৈঠকে থাকতে পারবে বলে লোকপাল আইনের ৪ নম্বর ধারায় কিছু লেখা নেই। সেকারণে আমি ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ আবার সম্মানের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি।' খাড়গে জানান, লোকপাল নিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখার যে চেষ্টা করা হচ্ছে তা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

নতুন ভোটারদের তালিকায় শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গ

নয়াদিল্লি, ১৫ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রথমবার ভোট দেবেন প্রায় ২০ লক্ষ ভোটার। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এটি একটি সর্বকালীন রেকর্ড। সারা দেশে 'নতুন ভোটার'দের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। কমিশনের দাবি, এই বছর প্রায় দেড় কোটি নতুন ভোটার তালিকা জমা পড়েছে তাঁদের কাছে যাঁদের অধিকাংশের বয়স ১৮-২০ বছর। রাজস্থান থেকে ১২ লক্ষ, মহারাষ্ট্র থেকে ১১.৯ লক্ষ, তামিলনাড়ু থেকে ৮.৯ লক্ষ ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে ৫.৩ লক্ষ ভোটার প্রথমবার ভোট দেবেন।

কোচবিহারে পরেশকে নিয়ে উৎসাহ নেই

কোচবিহার, ১৫ মার্চ ঃ কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর শুক্রবার কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফিরলেন পরেশচন্দ্র অধিকারী। যদিও শাসকদলের এই প্রার্থীকে নিয়ে দলীয় কর্মীদের মধ্যে সেভাবে কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ করা গেল না। এমনকি জেলার বড়ো কোনো নেতৃত্বকেও তাঁর পাশে দেখা গেল না। হাতেগোনা কিছু কর্মী, দু'চারজন নেতৃত্বের দেখা মিলল। স্বভাবতই এনিয়ে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন। মঙ্গলবার কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা ঘোষিত হয়েছে। এরপর কেটে গিয়েছে তিনদিন। শুক্রবার কলকাতা থেকে কোচবিহারে ফিরলেন কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পরেশচন্দ্র অধিকারী।

নির্বাচনিবিধি চালুর পর খোলা হল টেন্ডার

জলপাইগুড়ি, ১৫ মার্চ ঃ নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু হয়ে যাওয়ার পরও ভবন সংস্কারের কাজের টেন্ডার ওপেন করার অভিযোগ উঠল খোদ সরকারি দপ্তরের বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ি সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ডিভিশনের এই ধরনের কাজকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ওই দপ্তরের কাজ করা ঠিকাদারদের অনেকেই। অভিযোগকারীদের প্রশ্ন, নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু হওয়ার পর একটি সরকারি দপ্তর কীভাবে এই কাজ করতে পারে?

এদিকে, জলপাইগুড়ির জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিক শিল্পা গৌরীসারিয়া পরিষ্কার জানিয়েছেন, নির্বাচনি আচরণবিধির মধ্যে কোনোভাবেই টেন্ডার ওপেন করা যায় না। তবে ঠিক কি হয়েছে সেটা তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। ঘটনা সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ৭ তারিখ জলপাইগুড়ি ফরেস্ট্রি ডিভিশনের অধীনে জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় থাকা একটি ভবন সংস্কারের জন্য মোট ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩৬৫ টাকার একটি টেন্ডার ডাকা হয়। দপ্তরের পক্ষ থেকে টেন্ডার নোটিশে বলে দেওয়া হয়েছিল, এই কাজের জন্য চলতি মাসের ১৪ তারিখ দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১৫ তারিখ সকাল ১১টায় টেন্ডার ওপেন করা হবে। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু গত ১০ তারিখ লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার পরই নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে। সেই মোতাবেক নতুন করে যেমন কোনো টেন্ডার ডেকে কাজ করা যেমন যাবে না, তেমনই আগে কোনো টেন্ডার ঘোষণা হয়ে থাকলে সেটা ওই অবস্থাতেই রাখতে হবে। কোনো ভাবেই টেন্ডার ওপেন করা যাবে না। কিন্তু দেখা গিয়েছে, সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ডিভিশনের তরফে তাদের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে শুক্রবার সকালে টেন্ডার ওপেন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই টেন্ডারে ১১ জন ঠিকাদার অংশ নিয়েছেন। এদের মধ্যে একজন ঠিকাদার ২৫.২৬ শতাংশ ছাড়ে এই কাজ করতে চেয়েছেন।

এদিকে, টেন্ডার ওপেন করার খবর অন্য ঠিকাদারদের কাছে পৌঁছাতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এদিন কিশান চৌধুরি, কমল দাস সহ অন্যরা জানান, নির্বাচনি আচরণবিধি লাগু হয়েছে। তারপরও কেন দপ্তরের পক্ষ থেকে টেন্ডার ওপেন করা হল। সেই দিক থেকে সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ডিভিশন নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে বলেই মনে করছেন তাঁরা। এবিষয়ে জলপাইগুড়ির জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিক শিল্পা গৌরীসারিয়া বলেন, 'এই টেন্ডার নির্বাচন ঘোষণার আগে ডাকা হয়েছে। যেহেতু নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে তাই টেন্ডারের আবেদনপত্র জমা নেওয়া হলেও টেন্ডার ওপেন করা যাবে না।' বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি সোশ্যাল ফরেস্ট্রির ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার কুণালকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, যেহেতু নির্বাচন ঘোষণার আগে তাঁরা এই টেন্ডার ডেকে ছিলেন সেকারণে এদিন টেন্ডার ওপেন করা হয়েছে। তবে তাঁকে নির্বাচনি আচরণবিধির বিষয়ে জানানো হলে তিনি বলেন, 'টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়নি। সেই দিক থেকে টেন্ডার বাতিল করা যেতে পারে।'

বোরো ধানের খেতে হারিয়ে গিয়েছে সানিয়াজান নদী

উৎপল সেন

হেলাপাকড়ি, ১৫ মার্চ ঃ নদীর বুকে অবৈধ ধান চাষের জেরে হেলাপাকড়ি বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সানিয়াজান নদীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নদীর খাতজুড়ে এখন বোরো ধানের চাষ হচ্ছে। চাষের জেরে মৎস্যজীবীদের রুজিরোজগারেও ভাটা পড়েছে। নদীর যেটুকু অস্তিত্ব এখনও রয়েছে তাতে কোনোরকমে মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ করছেন কিছু মৎস্যজীবী। ধানখেতে ব্যবহৃত কীটনাশকও মিশছে নদীর জলে। নদীর স্বাভাবিক গতিপথ দখল করে এভাবে ধান চাষ করায় শুখা মরশুমে জল সংকট আরও তীব্র হবে বলেই মনে করছেন সকলে। শুধু ধান চাষই নয়, নদীর ধারে গড়ে উঠেছে একাধিক চা বাগান। আর সেই চা বাগানে ব্যবহৃত রাসায়নিকও মিশছে নদীর জলে।

হেলাপাকড়ি পিইউআর হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষক বাবুলাল রায় বলেন, 'নদীতে বোরো চাষ করে কিছু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে বোরো চাষ করা মোটেই উচিত নয়। কারণ এতে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনই আবার জলজ প্রাণীরও অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে।

পদমতি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লিপিকা রায় বলেন, 'যদিও এটি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেখার বিষয় নয়, তবু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব।' ময়নাগুড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'সানিয়াজন নদীর বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। ইতিমধ্যেই ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে এনিয়ে মিটিং করা হয়েছে। সেখানে ডিমার্কেশনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এনআরইজিএস-এর মাধ্যমে দ্রুত সেই কাজ শুরু করা হবে। বিনা অনুমতিতে অনেকেই অবৈধভাবে নদীতে বোরো চাষ করছেন। ডিমার্কেশনের সময় ধরা পড়লে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হেলপাকড়ি বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সানিয়াজান নদী যেন এখন বোরোধানের খেত। –সংবাদচিত্র

সাতসকালে তপসিখাতায় হানা জোড়া বাইসনের

সোনাপুর, ১৫ মার্চ ঃ সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বাইরে বেরিয়ে সামনে তাকাতেই চক্ষু চড়কগাছ তপসিখাতা পাকুড়িতলার বাসিন্দা বিজয় রায়ের। কৃষিজমির উপর দিয়ে বিশাল কালো বলের মতো ছুটে আসছে দুই শিংওয়ালা মহিষের মতো দুটি প্রাণী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ির অন্যদের তড়িঘড়ি ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বাড়ি ছেড়ে দৌড়। পরক্ষণেই পাড়াপড়শিদের কোলাহলে ও চিৎকারে বুঝলেন আদৌ ওই প্রাণী দুটি মহিষ নয়, সেগুলি আদতে বাইসন। ততক্ষণে সারা পাড়ার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। গ্রামের মানুষজন আতঙ্কে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছেন।

শুক্রবার সকাল থেকে দিনভর তপসিখাতায় দাপিয়ে বেড়ায় পূর্ণবয়স্ক দুটি বাইসন। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, বক্সা বা চিলাপাতার জঙ্গল থেকে সম্ভবত গভীর রাতে ওই বাইসন দুটি কোচবিহার জেলার মরিচবাড়ি সংলগ্ন গ্রামে ঢুকে পড়ে। পরে সেখান থেকে শেষরাতে আলিপুরদুয়ারের পাকুড়িতলায় এসে ঢোকে দুটি। এদিন ভোর ছ'টা নাগাদ তপসিখাতার পাকুড়িতলা গ্রামে গ্রামবাসীরা দেখতে পান বাইসন দুটিকে। সাতসকালে হইচই শুরু হয়ে যায় গ্রামে। আশপাশের গ্রাম থেকেও বাসিন্দারা বাইসন দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করেন। কোচবিহারের মরিচবাড়ি সংলগ্ন ব্রিজের ধার ঘেঁষে আলিপুরদুয়ারের পাকুড়িতলায় এসে ঢোকে বাইসন দুটি। সেখান থেকেই কোচবিহার ডিভিশনের বনকর্মীরা বাইসন দুটিকে ধরতে অভিযান শুরু করেন। পরে আলিপুরদুয়ারের দমনপুর এবং চিলাপাতা রেঞ্জের বনকর্মীরাও উপস্থিত হন। সকাল দশটা নাগাদ পাকুড়িতলা থেকে তপসিখাতা পাওয়ার গ্রিড লাগোয়া এলাকায় চলে আসে বাইসন দুটি। রাজ্য সড়কের পাশে বাইসন দেখার জন্য প্রচুর গাড়িও কিছু সময়ের জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। দুপুর বারোটাতেও বনকর্মীরা বাইসন দুটিকে ধরতে পারেননি। শেষপর্যন্ত ঘুমপাড়ানি গুলি ছোড়া হলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাইসন দুটি। বনকর্মীরা কালজানি নদীর ধার থেকে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যান। কোচবিহার জেলার সহকারী বনাধিকারিক রাজু রায় বলেন, 'সম্ভবত চিলাপাতার জঙ্গল থেকে ওই বাইসন দুটি মরিচবাড়ি সংলগ্ন গ্রামে ঢুকে পড়ে। আমরা খবর পাওয়ামাত্র কর্মীদের নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসি।' আলিপুরদুয়ারের দমনপুরের রেঞ্জার নরেন দত্ত বলেন, 'দুটি বাইসনকেই উদ্ধার করে চিলাপাতার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। হতাহতের কোনো খবর নেই।'